প্রকাশক ঃ
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ
৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক ঃ
শম্ভুনাথ চক্রবর্তী
লক্ষ্মী নারায়ণ প্রেস
৪৫/১/এইচ/১৪ মুরারী পুকুর রোড, কলিকাতা-৫৪

অরণি বসু
প্রীতিভাজনেষু

সূচি

দিন আনি দিন খাই

দিন আনি, দিন খাই

আমরা যারা দিন আনি, দিন খাই,
আমরা যারা হাজার হাজার দিন খেয়ে ফেলেছি,
বৃষ্টির দিন, মেঘলা দিন, কুয়াশা ঘেরা দিন,
স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অধীর প্রতীক্ষারত দিন,
অপমানে মাথা নিচু করে চোরের মতো চলে যাওয়া দিন,
খালি পেট, ছেঁড়া চটি, ঘামে ভেজা দিন,
নীল পাহাড়ের ওপারে, সবুজ বনের মাথায় দিন,
নদীর জলের আয়নায়, বড় সাহেবের ফুলের বাগানে দিন,
নৌকোর সাদা জালে ঢেউয়ের চূড়ায় ভেসে যাওয়া দিন,
রোদে পোড়া, আগুনে জ্বলা রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা দিন,
হৈ হৈ অট্টহাসিতে কলরোল কোলাহল ভরা দিন,
হঠাৎ দক্ষিণের খোলা বারান্দায় আলো ঝলমলে দিন—

এই সব দিন আমরা কেমন করে এনেছিলাম, কিভাবে,
কেউ যদি হঠাৎ জানতে চায়, এ রকম একটা প্রশ্ন করে,

আমরা যারা কিছুতেই সদুত্তর দিতে পারবো না,
কিছুই বলতে পারবো না, কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারবো না
কি করে আমরা দিন এনেছিলাম,
কেন আমরা দিন আনি, কেন আমরা দিন খাই
কেমন করে আমরা দিন আনি, দিন খাই।

সন্ধ্যাবেলার বারান্দাতে

আবার যদি সোনার ফ্রেমে
আবার সেই রানীর ছবি,
আবার যদি জন্ম হয়
তুই কি আমার সখী হবি।

তুই কি আমার অন্য জীবন
ভাতকাপড়ের বালাই শেষ,
কদমতলায় বকুলফুল
একটা জীবন এক নিমেষ।

গন্ধে ঘ্রাণে সৌরভেতে
একটা জীবন পগারপার,
সন্ধ্যাবেলার বারান্দাতে
আমার তুই, তুই আমার।

গত জন্মে এই জন্মে
তুই কি কিছু ভেবেছিলি,
জীবনটা কি খোলামকুচি
আমের কুষি, পানের খিলি?

জীবনটা যায় যেমন তেমন
আরেক জন্ম সামনে এলো,
সেই জন্মে ছন্দ পদ্য
এই রকমই থাকবে খেলো।

এই রকমই উঠবে রোদ
এই রকমই চাঁদের আলো,
এই রকমই মানুষজন
সবাই খারাপ, সবাই ভালো।

এই রকমই বাজারদর
একটু টান, একটু চড়া,
নুন আনতে পান্তা শেষ
তবুও দিন স্বপ্ন ভরা।

তাইতো যদি বলিস তুই
পরের জন্মে সখী হবি,
আরেক জীবন বাঁচতে পারে
তোর সেদিনের মূর্খ কবি।

স্টুপিড

মেঘলা আকাশের নীচে দু'জন স্টুপিড বসে আছে
পুকুরের ধারে সবুজ মাটির মধ্যে
যখন রোদ উঠবে
তখন ওদের কিন্নর কিন্নরীর মতো দেখাবে।
কিন্তু আজ আর সূর্যের আশা নেই
রোদ উঠবে, চারদিক ঝলমল করে উঠবে
সেই আগামীকাল সকালে
ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য
স্টুপিডদের হবে না।

প্রজাপতিদের ইতিহাস

লাল প্রজাপতিদের সঙ্গে সবুজ প্রজাপতিদের
দীর্ঘ বন্ধুত্বের ইতিহাস লেখার সময় এখনো আসেনি।
এখন অনেকদিন ধরে কঠোর নজর রাখতে হবে
সদাসর্বদাই তাদের পরস্পর আচরণ
সৌন্দর্যপূর্ণ কিনা,
কখনো ভাঁটা পড়ে কিনা তাদের সহজ সম্পর্কে ?
তেমন যদি দরকার হয়,
প্রজাপতিদের ইতিহাস রচনার আগে
ঘাসফুল, লতাপাতার সঙ্গে
বিশেষ আলোচনা করতে হবে এ নিয়ে
কারণ তারা প্রকৃতই জানে
প্রজাপতিরা কি রকম।
রাত দিন প্রজাপতিদের সঙ্গে তাদের ওঠাবসা
সুতরাং প্রজাপতিদের ইতিহাস রচনার আগে
ঘাসফুল, লতাপাতার পরামর্শ নিতে হবে
তেমন প্রয়োজন হলে
তাদেরই অনুরোধ করতে হবে
প্রজাপতিদের ইতিহাস লেখার জন্যে।

কাঠমাণ্ডুতে পূর্ণিমা

ওখানে ঐ পাহাড় চূড়ায়
একটি মাত্র পূর্ণশশী,

সঙ্গীহীন সারা সন্ধ্যা আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে,
হঠাৎ করে চিরন্তনীর সঙ্গে তারো দেখা হবে।

এখানে এই পাহাড়তলী
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ,
সঙ্গীহীন সারা সন্ধ্যা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে,
হঠাৎ আজ কবির সঙ্গে চিরন্তনীর দেখা হলো।

কেমন আছো, চিরন্তনী ?
পাহাড়চূড়ায় পূর্ণশশী,
পাহাড় তলে শূন্য কবি।
ভালো আছো চিরন্তনী ?

লিটিল ম্যাগাজিন

নৈহাটি থেকে যারা কবিতার কাগজ বার করে
আর নদীর ওপার ব্যাণ্ডেল থেকে
যারা কবিতার কাগজ বার করে
তারা রীতিমতো আলাদা।

এমন-কি হালিশহরের লিটিল ম্যাগাজিনে
যেরকম ছাপার অক্ষর দেখা যায়
কাঁচরাপাড়ার কাগজে তা দেখা যায় না।
সব চেয়ে দুর্ভাবনা এবং চিন্তার বিষয়
একই লোকেরা একেক কাগজে একেক রকম লেখে।
অবশ্য সেই জন্যে
নদীর এপারে ওপারে, রেললাইনের এপাশে ওপাশে
হাওয়ায় হাওয়ায় বাতাসে বাতাসে
সমীরণে সমীরণে বয়ে যায় কবিতা,
ভেসে আসে ধুলোভরা কলকাতায়।

সকলের সঙ্গে

অনেকদিন পরে একেকজনের সঙ্গে
একেকবার দেখা হয়।
একসঙ্গে সকলের সঙ্গে আর কখনো,
কখনোই হয়তো দেখা হবে না।

বৃষ্টি, রোদ আর বাতাসের হাত ধরে চলে যাচ্ছে দিন,
চলে যাচ্ছে সময়।
বাতাস ঘুরছে, ঝরে পড়ছে পাতা,
রাতের আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে তারা।

দিন যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে সময়।
কারো কারো সঙ্গে হয়তো কখনো কখনো দেখা হবে,
হয়তো হবে না।
কিন্তু একসঙ্গে সকলের সঙ্গে আর কখনো নয়,
ঝরা পাতার সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে সময়, হারিয়ে যাচ্ছে মানুষ।

আজীবন, সমস্ত জীবন

কিছু কিছু স্বপ্ন আছে,
যা সারা জীবন সঙ্গে সঙ্গে থাকে।
কিছু কিছু ভালোবাসা আছে
যা রক্তের সঙ্গে, চোখের জলের সঙ্গে
মিশে থাকে
আজীবন, সমস্ত জীবন।

কিছু কিছু সামান্য সঞ্চয়
লেবুর পাতা ছিঁড়ে পুরনো দিনের গন্ধ,
নদীর ঢেউয়ে ডুবতে ডুবতে ভেসে যাওয়া চাঁদ

কিছু কিছু পুরনো স্বপ্ন
কিছু কিছু ভালোবাসা
আজীবন, সমস্ত জীবন।

দু-চার বছর

মাঝে মধ্যে দেখা হবে। মাঝে মধ্যে চোখের আড়ালে
দু-চার বছর কিংবা ধরো সেই জীবনানন্দের
জীবন গিয়েছে চলে কুড়ি কুড়ি বছরের পার ;
এইভাবে ঝরা পাতা, হেমন্তের নরম বাতাস
কিছু বৃষ্টি, কুয়াশা ও জল, কিংবা জলের মতন
চলে যাবে দিন ও সময়, সময় ও ভালোবাসা।

ভালোবাসা ? হয়তো বা কোনোদিন তবুও যাবে না,
দু-চার বছর কিংবা তারো পরে হঠাৎ হঠাৎ
দেখা হবে, ঢেউয়ের শব্দের মতো বুকের ভিতরে
এক স্বচ্ছ করতোয়া, অবলীলাক্রমে তার জলে
ভেসে গেছে আমাদের তোমাদের আমার তোমার
কথাবার্তা দিন রাত্রি, তবু আজো দু-চার বছর।

দু-চার বছর বাদে একদিন দেখা হয়ে যাবে,
দু-চার বছর বাদে একদিন দেখা হয়ে যায়।

আশ্বিনের বাতাস

দূর থেকে বাতাস আসছে,
সামান্য ঠাণ্ডা এবং অনেকখানি বেদনা জড়ানো
আশ্বিনের দূর বাতাস ;

সেই সঙ্গে কিছু সাদা, কিছু কালো
কিছু এলোমেলো মেঘ

কিছুটা সময় রোদের হাতে,
কিছুটা সময় বৃষ্টির হাতে,
আর অধিকাংশ সময়,

রোদ আর বৃষ্টি মেশানো
অনেকদিন অনেক কাল আগের
বেদনা ও ঠাণ্ডা জড়ানো—

বহু দূর থেকে ভেসে আসে
কবেকার আশ্বিনের বাতাস।

মানুষগুলো

একদিন মানুষগুলো আসে।
কথাবার্তা বলে, গল্প করে, গরম চা প্লেটে ঢেলে খায়,
এর নিন্দা ওর প্রশংসা করে।
বোফর্সের টাকার পরিমাণটা ঠিক কত তা নিয়ে মাথা ঘামায়।
মোহনবাগানের গোলমাল নিয়ে তর্ক করে।
অমিতাভ বচ্চনের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার
অবশেষে এ বিষয়ে সকলে মিলে একমত হয়।

তারপর মানুষগুলো যায়।
কোথায় যে যায় কে জানে ?
তাদের পেছনে যায় তর্কের রেশ,
গরম চায়ের ধোঁয়া
বোফর্স আর মোহনবাগান।
তাদের পিছনে পিছনে যায় বৃষ্টির দিন,
কুয়াশাভরা সকাল
ভরা দুপুরের রোদ !

মানুষগুলো আসে আর যায়,
দিন আসে আর যায়।

এখনো ভুলিনি

'সাঁতার, সাইকেল চড়া আর কবিতা লেখা
একবার সড়গড় হলে আর ভোলা যায় না
এ কথা শুনে প্রবীণ দাবারু বললেন,
'দ্যাখো দাবাখেলা ভোলাও খুব কঠিন।'
এর পর ভোলা-খুব-কঠিন এই রকম একটা তালিকা
আমি এক সর্বংসহা যুবতীর নোটবুকে দেখেছিলাম,
সেখানে প্রথমেই ছিলো,
১. নিষিদ্ধ ফলের প্রথম স্বাদ,
২. প্রথম প্রেমের ··· ···
বাকিটুকু আমি আর পড়িনি।

তবে সত্যতার খাতিরে স্বীকার করি
অনেকদিন সাঁতার কাটিনি, সাইকেল চড়িনি,
এ সব বিষয়ে হলফ করে কিছু বলতে পারব না,
তবে
কবিতা লেখা এখনো ভুলিনি।

এক জন্ম

অনেকদিন দেখা হবে না।
তারপর একদিন দেখা হবে।
দু'জনেই দু'জনকে বলবো,
'অনেকদিন দেখা হয়নি।'
এইভাবে যাবে দিনের পর দিন
বৎসরের পর বৎসর।
তারপর একদিন হয়তো জানা যাবে
হয়তো জানা যাবে না,
যে
তোমার সঙ্গে আমার
অথবা
আমার সঙ্গে তোমার
আর দেখা হবে না।

তুমি

হেলাফেলায় চলে যাচ্ছে আমাদের দিন,
তুমি একবার ফিরেও তাকালে না।
যেন এভাবেই সব চলে যাওয়ার কথা ছিলো,
যেন যা হচ্ছে,
            সবই ঠিক,
            সবই ঠিকঠাক হচ্ছে।

তুমি জানো কিছুই ঠিকঠাক হচ্ছে না,
হেলাফেলায় চলে যাচ্ছে আমাদের সময়।
তুমি অন্তত একবার ফিরে তাকালে,
            একটু ভরসা পেতাম।

তুমি ফিরেও তাকালে না।

সবাই ভালো আছে

বহুকাল আমরা কোনো সুসংবাদ পাইনি।
কেউ একটা ভালো খবর নিয়ে আসেনি,
সাইকেল পিয়ন এসে বলেনি, 'বকশিস দাও।'

বকশিস দিতে আমাদের আপত্তি নেই,
কিন্তু দিনের পর দিন আমাদের বন্ধুরা
শুকনো মুখে টেবিল ঘিরে বসে থেকেছে,
আমাদের আত্মীয়স্বজন বছরের পর বছর
হাঘরের মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে।
কয়েকটা কনকচাঁপার গাছ ছিলো আমাদের
বহুকাল তার ডালে কোনো রোমাঞ্চ নেই,
একটা লেজফোলা সাদা বেড়াল ছিলো আমাদের
অনেকদিন তাকে দেখিনি, অনেকদিন সে ঘরছাড়া।

এইভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর
বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রৌদ্রে পুড়তে পুড়তে
আমরা গরমে তেতে উঠি, ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে যাই
আমাদের খাবার ফুরিয়ে যায়, জলের কলসী ভেঙে যায়
আমাদের ছেঁড়া গামছা, পুরানো জামা বদলানো হয় না

এইভাবে দুঃখ করতে করতে আমরা,
আমাদের বন্ধুবান্ধব, আমাদের আত্মীয়স্বজন
একদিন স্পষ্ট টের পাই, একদিন বুঝে ফেলি
সবাই ভালো আছে, আমরাও ভালো আছি।

নিশ্চয় পৌঁছাবো

নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো।
তার ঠিক মাঝখানে পুরনো পাগল দাঁড়িয়ে।
তাকে বারণ করলেও
সে সাঁকো নাড়াবে,
তাকে বারণ না করলেও
সে সাঁকো নাড়াবে।

কিন্তু যাবো। আপনাদের কাছে যাবো।
একদিন সব পাগল পাগলাগারদে থাকবে।
একদিন অনায়াসে ঐ সাঁকো পার হয়ে যাবো,
একদিন পৌঁছাবো।
একদিন জঙ্গল ভেঙে, কাঁটাবন ডিঙিয়ে,
একদিন বন্যার জল উজিয়ে,
একদিন খরায় ধুঁকতে ধুঁকতে,
একদিন লঙ্গরখানার ভিড় ঠেলে,
একদিন অবশ্যই আপনাদের কাছে পৌঁছাবো।
বিশ্বাস করুন, প্রিয়তমা অপ্সরাগণ, আমাকে বিশ্বাস করুন,
একদিন নিশ্চয় পৌঁছাবো।
আপনাদের কাছে পৌঁছাবো॥

নুন আর হাওয়া

একটুকু।
একটুকু একটুকু করে
        আরেকটুকু।
আরেকটুকু আরেকটুকু করে
        সবটুকু।
সবটুকু সবটুকু করে
        সব জীবনটুকু।
জীবনটুকু জীবনটুকু করে
        মৃত্যুটুকু।
রক্তে সেলাইন,
মানে নুন,
তোমার কি নুনের অভাব ছিলো ?
নাকে অক্সিজেন টিউব,
মানে হাওয়া,
তোমার কি হাওয়ার অভাব ছিলো ?
একটুকু।
একটুকু একটুকু করে
        আরেকটুকু।
আরেকটুকু আরেকটুকু করে
        সবটুকু।
তুমি এখনো নুন আর হাওয়া,
এখনো বেঁচে আছো।

রক্তচাপ

সেই যারা
কোদাল দরকার হলে এসে কুড়ুল চাইতো
কিছুতেই ইস্কাপনকে ইস্কাপন বলতো না ;
সেই যারা
শ্রীশ্রী ১০৮ অমোঘানন্দের আশীর্বাদী বেলপাতা
তামার মাদুলিতে ধারণ করে ভোটে দাঁড়িয়েছিলো ;
সেই যারা
খালাসিটোলা থেকে গুণ্ডা এনেছিলো
মেয়ের গানের মাস্টার নটবরবাবুকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ;
সেই যারা
খুব ভোরে কসবার লেভেলক্রসিং পার হয়ে
সদ্য কাটা পাঁঠার টাটকা মাংস কিনতে যেতো ;
সেই যারা
মোষের খাটালে এক হাঁটু কাদাগোবরে দাঁড়িয়ে
বিশুদ্ধ দুধ নিয়ে আসতো অ্যালুমিনিয়ামের মগে ;
সেই যারা
যে কোনো সময়ে বাড়িতে গেলেই চা দিতো
সঙ্গে ঠিক দুটো থিন এরারুট বিস্কুট দিতো ;
সেই যারা
যেখানেই যখন দেখা হোক, ঠিক বলতো,
'আপনি আর এখন একদম কবিতা লিখছেন না' ;
সেই যারা
যাদের কথা শুনলে, যাদের কথা ভাবলে
একদিন আমার মাথায় রক্ত উঠে যেতো ;

যাদের দেখলে পিত্তি জ্বলে যেতো,
আজ এতদিন পরে, এই বয়সে এসে
অবশেষে আজ টের পাই,
তারাই আমার চারপাশে রয়েছে,
সারাজীবন তাদের সঙ্গেই কেটে গেলো,
সেই তারা
যারা কিছুতেই ইস্কাপনকে ইস্কাপন বলতো না।

আমাদের সন্ধ্যাতারা

অনেকদিন আমাদের প্রিয় কবি
তেমন কোনো কবিতা লেখেননি,
অনেকদিন আমাদের প্রিয় লেখকের
কোনো গল্প পড়ে চোখের জল ফেলিনি।
অনেকদিন আমাদের প্রিয় টিম
কোনো খেলাতে জিততে পারেনি।
অনেকদিন আমাদের বড়বাবু
আমাদের সঙ্গে হেসে কথা বলেননি।

দিনকাল এ রকম হবে
আমরা কেউ কি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়েছিলাম ?
তা হলে কি আর এই গ্রীষ্মে
আমাদের গন্ধরাজের গাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে যেতো,
আমাদের সন্ধ্যাতারা এত বেশি ঝলমল করতো ?

বনবাস

আজকাল বনবাসে যেতে আর একদম
ভালো লাগে না।
বনবাসে, বনবাস থেকে ফিরে
বড় বেশি যুদ্ধ করতে হয়।
যুদ্ধ যদি করতেই হয়
বনবাসে যাবো কেন
বনবাসে না গিয়েই যুদ্ধ করবো।

এসব সোজা কথা নয়।
এসব কথা ভাবার অবসর
জীবনে কদাচিত আসে।

আর একটা বছর

এখনো স্বর্ণচাঁপার ডালে কুঁড়ি ধরেনি,
এখনো বাতাসে ঠাণ্ডা একটু লেগে আছে ;
এখনো চড়ুইরা মন দিয়ে খড়কুটো জোগাড় করছে ;
দেখতে দেখতে বাসা বানানোর দিন প্রায় এসে গেলো

শীতের শেষ, বসন্তের শুরু,
আর একটা বছর প্রায় যায় যায়।

হাওয়া দিক বদল করছে ;
স্বর্ণচাঁপার কুঁড়ি মনস্থির করতে পারছে না
ঠিক আর কয়দিন পরে ফুটবে,
এই রকম আরো দশ বিশ বছর
দু চারশো বছর আগে পরে
সবই ঠিকঠাক
শুধু আর একটা বছর প্রায় যায় যায়

শালুক দিদি

রাজপ্রাসাদের পাশের হ্রদে
একটি শালুক ফুটতে যাবে,
বললো তাকে পদ্মগোপাল,
'শালুকদিদি কোথায় পাবে
তোমার সেই কৈশোরিকা,
ভুলভুবনের আষাঢ়মাস,
যখন পদ্ম ছিল তোমার
পদপ্রান্তে দাসানুদাস।
হঠাৎ কেন ফুটবে তবে
রাজপ্রাসাদের পাশের হ্রদে
যখন তুমি নিজেই জানো
আমি তোমায় পদে পদে
গড় করেছি, চুম খেয়েছি
তোমার পায়ের পাতায় পাতায়।'

শালুকদিদি হেসেই মরে,
'তারপরেও যে দিন চলে যায়,
শরীরলতার সবুজ পাতায়
কুসুমজন্মে বারংবার
হ্রদের জলে ফুটতে হবে
সেইতো পোড়াকপাল আমার ।'

অবাক কাণ্ড

গভীর রাতে
বৃষ্টি জানালা দিয়ে এসেছিলো
পড়ার টেবিল বইপত্র সারা ঘর
এমন-কি বিছানা পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়ে গেছে ।
গুঁড়ো গুঁড়ো জলের কণায়
আমি চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম
কিছু টের পাইনি
সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে
জলে ভেজা ঘরের মাঝে
একটু বিব্রত বোধ করলাম
কিন্তু সবচেয়ে অবাক হলাম
যখন চোখে পড়লো
টেবিলে জলের গ্লাসটা পর্যন্ত
আগাগোড়া বৃষ্টির কণায় ভিজে রয়েছে ।

দেয়ালে কিসের ছায়া

দেয়ালে কিসের ছায়া ? এই ছায়া কতদিন আছে ?
ছায়া কি সর্বদা থাকে, এ কেমন ছায়ার শরীর,
আলো জ্বেলে দেখা যায়, আলো না জ্বেলেও চোখে পড়ে।
হয়তো এ ছায়া নয় ছায়ার মতন, ছায়া ছায়া।
কোনোকালে চেনা ছিলো এখন দেয়ালে পিঠ দিয়ে
চুপচাপ রয়েছে দাঁড়িয়ে।
কোথাও যাওয়ার নেই, যাওয়ার উপায় নেই তাই
ছায়া হয়ে চুপচাপ দেওয়ালের গায়ে
যতদিন থাকা যায় থেকে যাবে
ছায়া হয়ে ছায়ার দেয়ালে।

খুব খারাপ

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেল।
এদিকে আগুনের হলকা লাগছে শরীরে,
ছাই আর পোড়াগন্ধ ঘুরছে গনগনে হাওয়ায়,
এ ভাবে আর কতক্ষণ থাকা যায় ?

কে যে আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলো,
কার নির্দেশের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি,
জাহাজের পোড়া ডেকের ওপরে ইতিহাসশিশুর মতো
কেউ কি আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে,

কেউ কি আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছে,
কেউ কি আমাকে নিষেধ করেছিলো চলে যেতে ?

মাস্তুল ভেঙে পড়ছে,
পালে আগুন লেগেছে,
গনগন করছে আঁচ,
জাহাজ কাত হয়ে যাচ্ছে,
এ ভাবে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যাবে।
এবার কি সময় হয়নি,
এখনো কি জলে ঝাঁপ দেয়া খুব খারাপ হবে ?

ওগো হাওয়া, ওগো তারা, ওগো ফুল

অনেকদিন পরে আজ আবার অঝোর শেষ রাতে
আবার হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেলো।

ওগো শেষ রাতের মৃদু মন্দ হাওয়া,
ওগো নারকেল গাছের ফাঁকে ম্রিয়মান তারা,
ওগো ফুটে ওঠা, সদ্য ফুটে ওঠা, গন্ধহীন ফুল ;
তিন বছর আগে শেষবার যেদিন শেষ রাতে ঘুম ভাঙে
সেদিন তোমাদের আমি যেখানে রেখে গিয়েছিলাম—
তোমরা অকৃতজ্ঞ নও,
তোমরা যেখানে ছিলে সেখানেই আছো
সেখানেই আছো।

মানুষের প্রতি প্রকৃতির কৃতজ্ঞতাবোধ আছে কিনা,
যদি থাকে, তার কতটা গ্রহণযোগ্য ?
এ বিষয়ে গত মাসের 'নেচার অ্যাণ্ড ম্যান' পত্রিকায়
প্রামাণ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন, ডক্টর এ বি উইলিয়ামস (জুনিয়ার)।

জুনিয়ার ডাক্তারদের নিয়ে আজকাল চারদিকে কি সব গোলমাল,
সেই ভয়ে ঐ প্রবন্ধটি আমি ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখিনি,
কিন্তু আজ শেষ রাতে আবার দেখতে পাচ্ছি,
ওগো হাওয়া, ওগো তারা, ওগো ফুল
তোমরা আমার জন্যে এখনো আছো,
যেমন থাকার কথা ঠিক তেমনিই আছো।

সত্যি মকবুল ?

শ্রাবণভাদ্রের ব্যাকুল মেঘমালা
কোথাও যাবে ? নাকি,
শুধুই জল হয়ে শুধুই বৃষ্টিতে
অতল ঝিরিঝিরি,
অথবা আশ্বিনে আবার সাদা মেঘে
আকাশে নীলগিরি,
স্বচ্ছ নদীজলে ডিঙির সাদাপালে
আবার ফেরা বাকি।

বৃষ্টি শেষ হলে তবুও বৃষ্টিতে
মেঘেরা গলে গেলে,
শ্রাবণভাদ্রের আবার মেঘদল
আকুল ব্যাকুলতা,
রজনীগন্ধার বিবশ ভিজে থাকা,
নিঝুম তরুলতা।
সহসা জ্যোৎস্নায় সহসা আশ্বিনে
আকাশ এলেবেলে।

আকাশ এলেবেলে রৌদ্রে কাশফুল
জ্যোৎস্না কাশফুল,
তোমার মনে আছে, সত্যি মনে আছে,
সত্যি মকবুল?

একদম খালিহাতে

'একদম খালিহাতে ফিরিয়ে দিলো হে',
বাজারে ঢুকতে ঢুকতে হঠাৎ এরকম একটা কথা
অনেকদিন পরে শুনে,
একটু থমকিয়ে দাঁড়ালাম।

ততক্ষণে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে পিছিয়ে
ভিড় যেভাবে গড়ায় সেভাবেই গড়িয়ে গেছে।

কথাটা যে লোকটা বলেছিলো,
   আর যে লোকটাকে বলেছিলো,
কাউকেই ধরতে পারলাম না।

বাজারে ঢুকতে ঢুকতে চিন্তায় পড়লাম
তাহলে এখনো লোকে
          একদম খালিহাতে ফিরে আসে

শত্রু, শত্রুজিৎ

শত্রুজিৎ নামটা সুবিধের নয়।
অভিনবত্বের দায়ে শত্রুজিতের নামকরণ হয়েছিলো,
বাড়ির সকলে ভেবেছিলো,
বাজিমাৎ, এমন নাম আর কেউ দেয়নি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত, শত্রুজিৎ শত্রু হয়ে গেলো।
বন্ধুরা বলে, 'শত্রু',
রাস্তাঘাটে চায়ের আড্ডায় দেখা হলে,
বন্ধুরা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে,
'কিরে শত্রু, কেমন আছিস?'
শত্রু, মানে, শত্রুজিৎ বলে,
'শত্রু কি কখনো ভালো থাকে?'
তারপর একটু থেমে জানতে চায়,
'তোরা কি চাস শত্রু ভালো থাকুক?'

শত্রু আর শত্রুজিৎ যে একই মানুষ,
শত্রু যে সত্যিই শত্রু নয়
এ কথা কে কাকে বোঝাবে,
বোঝানোর দরকারই বা কি ?

ইতিমধ্যে,
শত্রুর চোখে চশমা,
শত্রুর মাড়িতে বাঁধানো দাঁত।
শত্রুর আর শত্রুর বন্ধুদের
চায়ের আড্ডা ভেঙে গেছে।
শত্রু ভুলে গেছে সে একদা শত্রুজিৎ ছিলো।

আরেকটা শীতকাল

আরেকটা শীতকাল শেষ হইতে চলেছে।
ওগো, ভালোমানুষের মাইয়া।
চিন্তা কইর‍্যা দ্যাখো,
আরো কতগুলা শীতের মতো এই শীতও গ্যালো।

পূর্বের মাঠের খাজুর গাছগুলি
এবার কাটা হইছিলো কিনা সে খবর কেউ দেয় নাই।
সেই সাদাকালা বকের মতো লম্বা ঠ্যাং পক্ষিগুলি
এবার কি ধলাসায়রে আসছিল।

কিছু জানতে পারি না।
চোখ না বুজলে কিছু দেখতে পাই না।
তবে ঠাণ্ডাটা টের পাই, মালুম হয়।

ওগো ভালোমানুষের মাইয়া,
এক জীবন দুইজনে জড়াজড়ি শীতের পর শীত
পানাপুকুরের জল নামতে নামতে, শুকাতে শুকাতে
পুরা পুকুর মাটি হইয়া গেলো।
(নাকি এবার জল তত নামে নাই।)

ওগো ভালোমানুষের মাইয়া, খোঁজখবর নাও,
উত্তুরিয়া বাতাস ফিরত যাওয়ার আগে তারে প্রশ্ন করো,
সাদা-কালা পক্ষি, খাজুর রস, পানাপুকুরটার বৃত্তান্ত।

একটু শোনো তার কাছে।
উত্তুরা বাতাস সব জানে।
কইতে পারো, 'লাভ কি ? এ সব জাইনা লাভ কি ?'

লাভ না হইলেও ক্ষতি নাই
দেখবা মনে একটু শান্তি পাইবা।
শীত একটু কমকম মনে হইবে।

ভুলটুল

এমনকি পাখিরাও ভুলটুল করে।
যখন ডাকার কথা নয়, ডেকে ওঠে ॥
এমনকি ফুলেরাও ভুলটুল করে।
যখন ফোটার কথা নয়, ফুটে ওঠে ॥

অসময়ে পাখি ডাকে একা অবেলায়।
অসময়ে একা একা ফুটে ওঠে ফুল ॥
যদি ভাবো ঠিক আছে, যদি ভাবো ভুল।
ভুল-ঠিক, ঠিক ভুল সবই ভুলটুল ॥

কোথায় যাওয়ার কথা

সেবার বসন্তকালে যেখানে যাওয়ার কথা হলো
সেখানে হলো না যাওয়া, কোথাও হলো না :
কিন্তু সেটা কিছু নয়,
আসলে ব্যাপার হলো
কোথায় যাওয়ার কথা হয়েছিলো
তাই মনে নেই।

অথচ কত যে কথা কাটাকাটি হলো
সে জায়গা ভালো না খারাপ
সেখানে বা কতদিন থাকা যায়

এই সব কত আলোচনা,
রেল টিকিটের দাম, সস্তার হোটেল
সব ঠিক মনে আছে।
শুধু
কোথায় যাওয়ার কথা হয়েছিলো
তাই মনে নেই।

কিছু কিছু অনুরোধ

কিছু কিছু অনুরোধ ফেলা যায় না।
কিছু কিছু অনুরোধ রাখতেই হয়,
কিছু কিছু অনুরোধ মরে যাওয়া গাছের ডালে
হঠাৎ সবুজ পাতার মতো ফোটে,
বর্ষার আকাশে মেঘ ছিঁড়ে
নীলিমায় লীন হয়ে ভাসে।
তুমি তো তেমন নও,
তুমি কি কখনো কোনো অনুরোধ নিয়ে
এসেছিলে ?
তবে,
তবে তুমি কেন,
সবুজ পাতার মতো নীলিমায় নীল হয়ে
ফোটো ?
সবুজের নীলিমায় লীন হয়ে ভাসো ?

অনেকদিন একসঙ্গে

অনেকদিন একসঙ্গে থাকতে থাকতে
একই রকম জামাকাপড়, দিনরাত
একই রকম ডালভাত
একই রকম খাম-পোস্টকার্ড, কাক-চিল
একই রকম ইলেকট্রিক বিল
একই রকম টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং
একই রকম রবীন্দ্রসঙ্গীত রাতদিন—

অনেকদিন একসঙ্গে থাকতে থাকতে
অবশেষে শত্রুমিত্র আপনপর
গৃহস্থ হাফগৃহস্থ বেদে যাযাবর
আরো সব যেন কে কে
আমি তুমি আপনি তিনি সে

অনেকদিন একসঙ্গে থাকতে থাকতে
তারপর
ভালো আছি কেমন আছেন কি খবর

অনেকদিন একসঙ্গে থাকতে থাকতে।

যদি

একটি বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যে
নায়কের পরচুলা যদি হঠাৎ খসে পড়ে,
বিবাহলগ্নে মালাবদলের সময়
নববধূ যদি হাঁচি দমন করতে না পারে,
মাথায় যদি আকাশ ভেঙে পড়ে,
যদি যেতে দেরি হয়
যদি আসতে তাড়াতাড়ি হয়,
যদি ফুল দেরি করে ফোটে
যদি পাতা তাড়াতাড়ি ঝরে।

যদি আইন করে কবিতা লেখা কম করা হয়,
যদি কবিতার কাগজের সম্পাদকদের
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়,
স্নেহের সমীর চট্টোপাধ্যায়,
যদি?

বাসা বদল

জীবনধারণের জন্যে
মাঝেমধ্যে বাসা বদলাতে হয়।
নতুন বাসার জানলা দরজা একটু অন্যরকম।
ঘরগুলো একটু ছোট, একটু বড়,

প্রতিবেশিনী ছিপছিপে ও লম্বা,
রান্নাঘর, বাথরুম, বারান্দা
সবই একটু আলাদা আলাদা।
শুধু একটা গাছের ডাল
এক ডাল সবুজ পাতা,
এখন আর কোথাও নেই,
একদিন কোথায় যেন জানালার বাইরে ছিল,
বৃষ্টিভেজা কোনো কোনো ভোরবেলার
আলোআঁধারিতে তন্দ্রার মধ্যে
ডালপালাসমেত একটা পাতাভরা গাছ
জানালার নিচে
কোথা থেকে একা একাই ফিরে আসে।
কিছুক্ষণ থাকে,
তারপর রোদ ওঠার আগেই চলে যায়।

শিলিগুড়িতে বৃষ্টির মধ্যে

হঠাৎ বৃষ্টি আসার আগে
একেক সময় যে রকম হয়,
এই আর কি।
একেক সময় বোঝা যায় বৃষ্টি আসছে,
আবার অনেক সময় কিছুই বোঝা যায় না,
কিছুই টের পাওয়া যায় না,

হঠাৎ জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি,
হঠাৎ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখি
ঝমঝম করে বৃষ্টি আসছে।

সবাই ব্যাপারটা জানেন,
বৃষ্টি যে সবসময় ঝমঝম করে আসে
তা নয়,
বৃষ্টি ঝমঝম করে আসতো
আমাদের ছোটবেলার হারানো মফঃস্বলের
বাজার আর বসতবাড়িতে টিনের চালায়।
সবাই জানেন,
বৃষ্টি ব্যাপারটা মোটেই সরল নয়,
বেশ জটিল।
বৃষ্টি একেক সময় ঝপঝপ করে আসে
অন্য সময় বৃষ্টি ঝিরঝির করে আসে
সারাদিন ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে নদীতে
নৌকোর ছই আর গলুই ভেজে।
তারপরেও তো কোনো কোনো দিন
ডাকাত পড়ার মতো হৈ চৈ করে
বুনো ষাঁড়ের মতো সোঁ সোঁ করে
বৃষ্টি
কিছুই বোঝা যায় না
কিছুই টের পাওয়া যায় না
হঠাৎ টের পাই,
বৃষ্টি এসে গেছে।

সেই সাহস

যখন ফুল ঝরে যাওয়ার কথা
তারপরেও সারারাত একটা ফুল
একটা হাল ছেড়ে দেওয়া হতাশ গাছের
সামান্য বোঁটায়
হিমে ভরা বারো ঘণ্টা টিঁকে রইলো।
এই সামান্য ফুলটিকে
বীরচক্র বা পরমবীরচক্র কিছুই দেয়া হয়নি,
হবে না।
কারণ,
একটি হিমেভরা হাত একাএকা
হাল ছেড়ে দেওয়া গাছের ডালে
টিঁকে থাকতে যে সাহস লাগে।
সেই সাহস সকলে বুঝতে পারে না,
সকলের বোধগম্য নয়।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি
আপনাদের টগর গাছটি এ বছর বর্ষায়
তেমন সুবিধে করতে পারছে না
অথচ গত বছরের শ্রাবণ ভাদ্র মাসের কথা
ভেবে দেখুন,

আপনি তো নিজেই দেখেছেন
আর আমিও আমাদের বাড়ির বারান্দা থেকে
সকাল সন্ধ্যা দুবেলাই উঁকি দিয়ে দেখেছি,
একা ঐ টগর গাছ
টগরে টগরে ছয়লাপ করে দিয়েছিলো
আপনাদের বাড়ি-ঘর, উঠোন।

হঠাৎ এ-বছর এরকম কেন হলো,
কেন একটি বা দুটির বেশি ফুল ফোটাতে
আপনাদের টগর গাছের
এ-বছর এত অনীহা,
এ-বিষয়ে আপনার কাছে জানতে চাওয়া
উচিত কিনা,
তদুপরি আপনি সত্যি সত্যি এ সব ভাবেন কিনা
এ সব জানেন কিনা।
কি জানি,
আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আরাধনা

এই কবিতাটিই গতকাল সন্ধ্যাবেলা
লেখা হতে পারতো
কিন্তু গতকাল সন্ধ্যাবেলা হৈচৈ, বন্ধুবান্ধব,

সবাই যখন চলে গেলো—
তখন আর কবিতা লেখার অবস্থা নয়।
সুতরাং আজ সকালে কবিতাটি লেখা হচ্ছে,
কিন্তু এটা যে সেই কবিতাই
সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।
শেষ বিকেলের করুণ আলোয়
পদ্মরানীকে আমি এক ঝলক দেখেছিলাম
রোগা শামলা চেহারা।
আজ সকালেও তারই আরাধনা করছি
তারই নামে এই কবিতার নাম দিলাম
আরাধনা।

ভোরবেলা

তখনো ভোরবেলার প্রথম পাখি ডাকেনি,
ওপরের ডালের আমপাতা থেকে হঠাৎ
একফোঁটা শিশির টুপ করে পড়লো
নিচের ডালের আমপাতায়।

ঘন পল্লবের নিচে শালিক পাখির বাসার তলে
নিচের ডালের আমপাতা,
কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি
সেও একফোঁটা শিশির পাবে।

নিচু ডালের আমপাতাটি
        শিশিরের ছোঁয়া পেয়ে
            শিউরিয়ে উঠলো
এবং কি আশ্চর্য
        সঙ্গে সঙ্গে ভোরবেলার প্রথম পাখিটি
                                ডেকে উঠলো।

গ্রামে আছি

'মনে আছে' এবং 'ভুলে গেছি',
এই দুই পুরনো গ্রামের মাঝখানে
একটি নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো।
খুব সাবধানে পার হতে হবে,
পা টিপে টিপে বাঁশের হাতলে সাবধানে,
                        খুব সাবধানে হাত রেখে,
                        পার হতে হতে
পঁচিশ, তিরিশ, চল্লিশ বছর চলে যায়।
চল্লিশ বছর পরে 'মনে আছে ?'
চল্লিশ বছর পরে 'ভুলে গেছি ?'
                        কিছুতেই বুঝতে পারি না,
সেই স্মৃতি বিস্মৃতির মধ্যখানে
চিরদিন
        চিরদিনের বাঁশের সাঁকোটি
        নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোটি

কোনোদিন পার হয়ে এসেছি কিনা ?
'মনে আছে' কিংবা 'ভুলে গেছি',
এতদিন পরে ঠিক কোন গ্রামে আছি।

নজরুল

কাজী নজরুল ইসলামকে আমি কখনো দেখিনি।
সে সৌভাগ্য আমার হয়নি।
কিন্তু যে-কোনো সময়, যে-কোনো জায়গায়
ভিড়ে ভর্তি সদর রাস্তায়, বাজারে সভায়
কি বিশাল শূন্য মাঠের মধ্যে নির্জনে একা একা
আমি ইচ্ছে করলেই
নজরুলের সাক্ষাৎ পেতে পারি।
উজ্জ্বল চাহনি, অমোঘ কণ্ঠস্বর
এক মাথা এলোমেলো চুল
আর গলাভর্তি গান আর গান।
হঠাৎ গান থামিয়ে নজরুল আমাকে জিজ্ঞাসা করেন,
'সব ঠিক আছে তো ?'
কি ঠিক আছে ? কতটা ঠিক আছে ?
সব মানে কি কি ?
আমি কিছুই জানি না,
আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না,
ভিড়ের মধ্যে, শূন্য মাঠে, বাজারে, রাস্তায়
নজরুল আমাকে প্রশ্ন করেন,
'সব ঠিক আছে তো ?'

দূরে চলে যাচ্ছি

আমি বহু সময়েই নিঃসঙ্গ নই,
কিন্তু প্রায় সব সময়েই একাকী।

দুঃখের কথা, পঞ্চাশ বছর লেগে গেলো
 এই সামান্য ব্যাপারটা জানতে।
এতদিনে যা হবার হয়ে গেছে,
জ্যোৎস্না ভরা রাতে কোথাও দূর থেকে ভেসে আসে
একা কোকিলের ঘর ভাঙানিয়া ডাক,
সকালবেলায় রোদের বাষ্প হয়ে ওঠে
 ঘাসের শীর্ষে বিলীয়মান শিশির বিন্দু ;
পার্কের বেঞ্চিতে চোখে মোটা কাঁচ গলাবন্ধ কোট
 বসে থাকেন চুপচাপ নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ।

কবে এরা আমার মনের কাছে চলে এসেছে।

আমি ক্রমশ একাকী হয়ে যাচ্ছি,
আলনা থেকে একটা ময়লা চাদর তুলে নিয়ে
জানলার পাশে চুপচাপ একা একা বসে
 তাকিয়ে দেখছি বারান্দার নিচে
 এই গ্রীষ্মের শেষ সাদা গন্ধরাজ ফুলটি
 বাতাসে ক্ষীণ সৌরভ আসছে—
 আমি ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছি।

বয়েস

আজকাল আর বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে ভালো লাগে না,
রোদের মধ্যেও ভালো লাগে না।
সেই যে কবে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ছুটেছিলাম,
সারাদিন সাঁতরিয়েছিলাম অজ নদীতে।
সেই সব ঝড়ের আকাশ আর অবিরল নদী,
সেই সব বৃষ্টির দিন, সেই সব রোদের দিন—
আর ছিলো, কুয়াশার মধ্যে লুকোচুরি
অন্ধকারের সঙ্গে তামাসা।
সেই সব দিন, হাসি তামাসার লুকোচুরির দিন
তারা আর আমার হাতের মধ্যে নেই।
এই দুঃখে আমি হাউ হাউ করে, 'ওগো কি হলো গো,
আমার কি হলো গো?' বলে কপাল চাপড়িয়ে কেঁদে উঠবো,
এমনকি সে বয়েসও এখন আর আমার নেই।

সাহসিকা ও সামান্য কবি

মনে করো, 'উত্তরের হাওয়া',
মনে করো, 'কোনো এক শীতের সকালবেলা,
আগের দিন দুপুর থেকে বৃষ্টি হচ্ছে,
বন্ধ দরজা জানলার ওপারে ভিজে রাস্তা।

ইচ্ছে হচ্ছে গলায় মাফলার দিয়ে, মাথায় বানরটুপি দিয়ে
কোনো দিকে রওনা হই,
ইচ্ছে হচ্ছে লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়ে থাকি।'

আসলে কোনো এক ঠাণ্ডা সকালবেলা
কোনো ইচ্ছেই স্পষ্ট নয়, ধোঁয়া ও কুয়াশার মতো—
মনে করো, 'কোথাও যাওয়া হচ্ছে না
কোথাও থাকা হচ্ছে না।'

তুমি বলতে পারো, 'মনেই যদি করতে হয়
আমি কেন এসব মনে করতে যাবো,
আমি মনে করবো, নীল আকাশ, সোনালি দিন
আমি কেন একজন সামান্য কবির অনুরোধে
উত্তরের হাওয়ার কথা ভাববো ?'

তাই হোক, হে সাহসিকা, তাই হোক
তুমি সোনালি দিনের কথা ভাবো, আমি উত্তরের হাওয়ার কথা ভাবি।

বানান সমস্যা

(এক)
আমি জলৌকার কাছে যাই,
গিয়ে বলি, 'ঔকার দিয়েছো কেন তুমি ?
ঔকার ছাড়াই কিন্তু চমৎকার দেখায় তোমাকে।'

(দুই)

জ্যোৎস্নার খণ্ডৎটি আজ থাকুক বা না থাকুক
মাসে পাঁচ সাত দিন কিন্তু
খণ্ডৎ'র মতো চাঁদ থাকবেই আকাশে।

(তিন)

শুধু চাঁদে, একমাত্র চাঁদে
চন্দ্রবিন্দু সুন্দর মানায়।

(চার)

হে গ্রাম্য কবি
তারাপদ বানান আপনি তাড়াপদ লিখেছিলেন,
আপনাকে আমি চিরকাল মনে রাখবো।

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ না মোমেনশাহী? নাকি আমার মানুষেরা গান করে!
অল্প বয়সের সেই ধাঁধা, ব্রহ্মপুত্রের দুই তীরে কুয়াশা—
কখনো কখনো কুয়াশাহীন স্বচ্ছ গোধূলিতে
দূরে আবছায়া নীল স্বপ্নের মতো গারো পাহাড়।
জিলা স্কুল বোর্ডিং-এর পিছনের লাইনে কু-ঝিক কু-ঝিক
জগন্নাথগঞ্জ থেকে রেলগাড়ি আসছে ধোঁয়া উড়িয়ে,
কাল পণ্ডিতপাড়ার ফুটবল খেলা তেমন ভালো জমেনি
না হলে জামালপুরের কাছে ড্র করে,
এদিকে এইমাত্র টাঙ্গাইলের শেষ বাস ছেড়ে গেলো আড়াইটায়,
অন্ধকারের আগেই মধুপুরের গড় পেরোতে হবে।

জীবনের বৃন্ত থেকে কবিতা, কবিতার বৃন্ত থেকে জীবন
কাটাকাটা ছেঁড়া-ছেঁড়া ছবিতে ভরে থাকে আমাদের স্মৃতি।
এরই মধ্যে একদিন বাজারে নীল রঙের লাফা বেগুন দেখে মনে পড়ে,
ব্রহ্মপুত্রের রুপোর সুতোর মতো চিকন স্রোত,
বালির চরে অষ্টমীর মেলা বসেছে,
কেরোসিনের কুপির আলোয় কতকাল আগের ভালোবাসা।

দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর

কিছুটা জমি চেন দিয়ে মাপতে হবে,
নতুন একটা খতিয়ান,
নতুন কয়েকটা দাগ নম্বর।
জমির ময়লা দলিল দেখে,
কোনোদিনই বোঝা যাবে না
ঐ জমিটার পিছনে কতটা স্বপ্ন
ঐ জমিটার জন্যে কতটা ভালোবাসা।
শুধু দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর,
আর যে লোকটা বৃষ্টির মধ্যে
ভিজতে ভিজতে
রোদে গরমে ঘামতে ঘামতে
ঐ জমিটা মেপেছিল
সেও কি সব কিছু জানে?
সে কি জানে ঐ জমিটার জন্যে
কে কতটা স্বপ্ন দেখেছে?

শীত ও গ্রীষ্মের স্মৃতি

ধুলোয় উড়ছে ঝরে যাওয়া হলুদ কাঁঠালপাতা
আমাদের শেষ বয়সের দিন,
ঘুরে ফিরে বাতাস ফিরে আসছে, ঠাণ্ডা বাতাস
বহু দীর্ঘ শীতের স্মৃতি বহন করে।
এইভাবে শুধু শীত নয়,
অনেক গ্রীষ্ম ও বসন্তের স্মৃতি
অনেক সবুজ গাছের ছায়া ও মনের
অনেক ভালোবাসা ও ভালোবাসার দিন—
ধুলোয় উড়ছে হলুদ কাঁঠালপাতা
হাওয়ায় শীত ও গ্রীষ্মের স্মৃতি
সব ফিরিয়ে দিচ্ছে
আমাদের শেষ বয়েসের দিন।

অন্য জায়গায়

অনেকদিন পরে গতকাল বিকেলবেলায়
এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে দিন ছোট হয়ে এলো,
অনেকদিন পরে মনে হলো
আমি যেন প্রায় কোথাও পৌঁছে গেছি।
অনেকদিন পরে আবার আমার ভুল হলো
মনে হলো আমি আর সে জায়গায় নেই,

মনে হলো আমি অন্য জায়গায় এসে গেছি
এই অন্য জায়গাটা ঠিক কি রকম
এ বিষয়ে আমার কোনো সঠিক ধারণা নেই।
কিন্তু অনেকদিন পরে আবার কাল ভুল হলো,
কাল বিকেলে হঠাৎ মনে হলো,
অন্য জায়গায় এসে গেছি।

আরেকটা শীতকাল

কুলগাছের পাতায় ধুলোর আস্তর জমিয়ে,
শেফালির শেষ কয়টি ফুল
উপরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে,
আরেকটা শীতকাল
দেখতে দেখতে হুহু করে চলে গেলো।

প্রত্যেকটা শীতের শুরুতে ভাবি
এবার একদিন খুব ভালো করে রোদ পোহাবো
এবার একদিন সারা দুপুর শুয়ে কাটাবো
ময়দানের সবুজ ঘাসের ওপর
চোখে রুমাল চাপা দিয়ে।

আরেকটা শীতকাল হুহু করে চলে গেলো।
আরেক বাণ্ডিল ক্যালেণ্ডার,
আরেকটা বছর।

আমার এবারো ভালো করে রোদ পোহানো হলো না

স্বাভাবিক তুমি

বাজে কবিতা লেখার মতো স্বাভাবিক তুমি।
দমকা হাওয়ায় নড়বড়ে ছাতা উলটে যাওয়ার মতো,
মাস শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ পরেও
        ক্যালেণ্ডারে পাতা ছিঁড়তে ভুলে যাওয়ার মতো।
বিনা বাক্যে সব কিছু মেনে নেওয়ার মতো,
যুদ্ধের মাঠ থেকে বারবার পালিয়ে আসার মতো,—

স্বাভাবিক
স্বাভাবিক তুমি।

পুরনো দিন

কুয়াশা ও বৃষ্টির মধ্যে ভাসতে ভাসতে
        সাদা মেঘ একদিন,
        আবার একদিন উড়ে আসে
        আমাদের পুরনো শহরে।

একদিন সকালবেলা হঠাৎ আকাশ
হরিণছানার চোখের মতো নীল হয়ে ওঠে
ভাঙা জানলার ধার ঘেঁসে
ডালভাঙা শেফালির গাছ থেকে
সারারাত ধরে টুপটাপ ফুল ঝরে পড়ে।

ভোরের বাতাসে লেগে থাকে
সেই মৃদুগন্ধের শিহরণ।

ঠিক তখনই টের পাই,
জানলার বাইরে তাকাই
দেখি আকাশে ফিরে এসেছে
আমাদের পুরনো দিনের সাদা মেঘ।

গল্পের মতো

কোনো এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
মেঘ ও জ্যোৎস্নার গল্প হচ্ছিলো,
বলা বাহুল্য, গল্পকার এবং শ্রোতা
এক এবং অভিন্ন।

বলা বাহুল্য এই রকম সব সন্ধ্যায়
মেঘের গল্পই ভালো জমে
জ্যোৎস্নার গল্প কেমন খেলো মনে হয়।

সে যাহোক,
গল্প যখন শেষ হলো,
তখন আকাশে সব মেঘ কেটে গেছে
শুক্লা নবমীর জ্যোৎস্নায় চরাচর ঝলমল করছে
গল্পকার শ্রোতাকে বললো, 'কেমন বুঝছো ?'
শ্রোতা গল্পকারকে বললো,
'ঠিক তোমার গল্পের মতো।

একদা

একজনের কথা ভাবতে গিয়ে
অন্য জনের কথা মনে পড়ে।
এক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে
বিনা চেষ্টায় অথবা অন্যমনে
আরেক রাস্তায় চলে যাই।

এই যে সমস্ত ছোট ছোট ব্যতিক্রম
তার মধ্য থেকে আসল ভাবনা
উল্টোপাল্টা পথের মধ্য দিয়ে
আসল পথ

একদিন খুঁজে পাওয়া যাবে
এ রকম বিশ্বাস একদা ছিলো।

শ্রীমতী আঙুর

আঙুরের ঝিরিঝিরি পাতা আর গুচ্ছ গুচ্ছ ফল
আজো আমার দ্রাক্ষাকুঞ্জ দেখা হয়নি
রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এবং ফলওয়ালার ঝুড়িতে
ওমর খৈয়ামের অনুবাদে
আর সুরাপাত্রের রঙীন লেবেলে,

কখনো,

দু'একটা দাঁতে কেটে, জিবে ছুঁয়ে
আঙুরের সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয়।

সেইজন্যে এখনো আমি শ্রীমতী আঙুরকে
শ্রীযুক্তা দ্রাক্ষাসুন্দরী বলে ডাকি।

জাহাজ

জাহাজের সঙ্গে আমার গভীর সৌহার্দ্যের কথা
অনেকে জানে না,
অনেকে খবর রাখে না বাতিঘরের সঙ্গে
আমার সুদীর্ঘ পরিচয়ের কথা।
এখন সমুদ্র থেকে বহু দূরে থেকে
অনেকের মতো আমি নিজেও
আমার পুরানো ভালোবাসার কথা ভুলতে বসেছি
শুধু কখনো কখনো গভীর রাতে
জেগে নাকি স্বপ্নের মধ্যে
জাহাজের বাঁশী বাজে
স্বপ্নের মধ্যেই মিলিয়ে যায় সেই শব্দ।

জেগে আছি

আমি জেগে থাকার স্বপ্ন দেখি
ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে মনে হয় জেগে আছি।
আগে এ রকম হতো না
আগে জেগে থেকে স্বপ্ন দেখতাম
তখন অনেক বেশি জেগে থাকতাম।
তখন জীবনের এক রকম আহ্লাদ ছিলো
অপরাজিতা ফুল আরেকটু নীল হতো
শালিক পাখির ঠোঁটে একটু হলুদ আভা ছিলো
তখন জেগে থেকে ভালো লাগতো।

সেই সব দিন
ভাতের ঘ্রাণ তখন কত ঘন ছিলো
কত উত্তেজনা ছিলো সবুজ মরিচে

এখন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি জেগে আছি
সেই সব দিনে জেগে আছি।

স্বর্ণচাঁপার ঋতু

যখন দেখা হওয়া উচিত ছিলো,
তখনই দেখা হলো না।
এতদিন পরে আবার স্বর্ণচাঁপার ডালে
সেই সব পুরনো ফুল ফিরে এসেছে।

শেষ বসন্তের উষ্ণ বাতাসে
উঠোনে ঝরে পড়ছে
অস্পষ্ট গন্ধ ভরা হাজার হাজার ফুল।

একটা স্বর্ণচাঁপার গাছে কত ফুল হয়,
কেউ কি কখনো হিসাব রেখেছে।
কেউ কি কখনো খেয়াল করেছে
কোনো এক স্বর্ণচাঁপার সৌরভময় ঋতুতে
তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া উচিত ছিলো।

এ কী রকম কথা

এর মধ্যে কবে যেন দেখা হওয়ার কথা ছিলো,
কবে ?

দিনকাল এমন হয়েছে,
কিছুই আর খেয়াল থাকে না।
বর্ষা শেষ হতে না হতে
মনে হয় বর্ষা এসে গেলো।
কোনোদিন হঠাৎ আকাশ নীল হলেই
মনে হয় দূরে কোথাও ঢাক বাজছে।

এ সমস্ত ভুল তবু স্বাভাবিক।
সকলেরই নাকি এ রকম হয়।

কিন্তু,
তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিলো,
সেটা পর্যন্ত ভুল হয়ে গেলো,
এ কী রকম কথা !

তপস্বী ও বিড়াল

নদীর ধারে বটগাছ,
বটগাছের নিচে মন্দির,
মন্দিরের ভাঙা বারান্দায় সন্ন্যাসী,
সন্ন্যাসীর আসনের পাশে মাথামোটা হুলো বিড়াল
বিড়াল তপস্বী নয়,

শুধুই বিড়াল, নিতান্ত নিরামিষাশী এক বিড়াল।

বহু যুগ আগে
অন্য এক সন্ন্যাসী
তাঁর ইঁদুরকে বিড়াল করেছিলেন,
বিড়ালকে কুকুর, কুকুরকে বাঘ।
কিন্তু এই সন্ন্যাসী সে-রকম নন,
কবে এক চঞ্চল বিড়ালছানা
মন্দিরের বারান্দায় উঠে এসেছিলো
তারপর সে বড় হলো,
মাথামোটা হুলোয় পরিণত হলো

কিন্তু এই সন্ন্যাসী সে-রকম নন,
সেই বিড়াল বিড়ালই রয়ে গেলো
তার কোনো পরিবর্তন হলো না।

ভোরবেলা

অনেক দিন আগে বাঁধানো
কয়েকটি ফুল ও কয়েকটি পাতার ছবি
ময়লা কাঁচের ফ্রেমের উপর
সকালবেলার আলো এসে পড়েছে
কাঁচের উপর সূর্যকিরণের প্রতিফলন
উল্টো দিকের দেয়ালে মরীচিকা সৃষ্টি করেছে।
প্রতিদিন সকালে এই মরীচিকা ও ফুল পাতার ছবি
আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখি।
ধীরে ধীরে বেলা পড়ে
ফুল পাতার ছবি দেয়ালের গায়ে
নিস্তব্ধে আত্মগোপন করে,
ওদিকে মরীচিকাও অদৃশ্য।
ফলে,
ভোরবেলায় সূর্য ওঠা মাত্র, আমার ঘরে যা হয়
তা কাউকেই বোঝানো সম্ভব নয়।
যদি কেউ সত্যি বুঝতে চান ;
আমার বাড়িতে খুব সকাল সকাল আসবেন।

পাপের মূল্য

পাপের মূল্য আপনাকে দিতেই হবে
এর থেকে পরিত্রাণ নেই।
কিন্তু যদি এর মধ্যে দেওয়া হয়ে থাকে
তবে এই নোটিশটি অগ্রাহ্য করতে পারেন
কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়,
কি রকম পাপের কি রকম মূল্য ?
কবিতায় অসত্য কথা বলা
আর জীবনে মিথ্যা ভাষণ,
একটা পিঁপড়ে মারা আর নরহত্যা
এর মধ্যে কোন্‌টা গুরুতর ?
কথা দিয়ে কথা না রাখা,
এবং তহবিল তছরুপ
এর মধ্যে বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ
এবং পাপ
এবং অবশেষে পাপের মূল্য
কিসের কতটুকু ?

পদাবলী

(১)

মহিলাদের মোট বয়েস কখনো কমে না
একজন মহিলা তাঁর বয়েস যতটা কমান

ঠিক ততটা যোগ করে দেন
তাঁর ননদের বয়েসের সঙ্গে।

(২)

একশো বছর বাঁচা খুব সহজ
প্রথমে তোমাকে নিরানব্বুই বছর হতে হবে
তারপরে বাকি এক বছর
খুব সাবধানে থাকতে হবে।

(৩)

মহাজ্ঞানী মানুষ ছিলেন সক্রেটিস।
আমারই মতন
জ্ঞান বিতরণ করে বেড়াতেন তিনি,
লোকে অতিষ্ঠ হয়ে বিষ খাইয়ে মারে তাঁকে।

(৪)

কখনো সিংহের খাঁচার দরজা খুলে রেখো না,
ব্যাপারটা মোটেই নিরাপদ নয়,
কিন্তু তাছাড়া এমন লোকও আছে
যে সিংহটা চুরি করে নিয়ে পালাতে পারে।

(৫)

পৃথিবীতে কোনো সমস্যাই, মনে রেখো,
এমন জটিল বা বৃহৎ হতে পারে না
যার থেকে দৌড়ে পালিয়ে
আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

(৬)

দৈনিক একটা করে আপেল খেলে
ডাক্তারবাবু দূরে থাকবেন।
সকাল-বিকেলে এক কোয়া করে রসুন খেলে
জগৎ সংসারের সবাই দূরে থাকবে।

অশ্রু

অশ্রুজল,
তুমি দূরে থাকো কিছু দিন।
বাংলা কবিতার এত বড় সর্বনাশ
এর আগে আর কেউ কখনো করে নি।

তাছাড়া অশ্রুর মধ্যে বেশ জল আছে,
আবার আলাদা করে অশ্রুজল,
ব্যাপারটা রীতিমতো ভুল।

অতএব তোমাকে আলাদা করে
বাংলা কবিতার কোনো প্রয়োজন নেই
তুমি দূরে থাকো,
তুমি শুধু অশ্রু হয়ে দূরে দূরে থাকো।

অনিশ্চয়তা

সব ঘটনাই কমবেশি স্বাভাবিক।
অথবা,
সব ঘটনাই কমবেশি অস্বাভাবিক।
একটি ফুল ফুটে ওঠার পিছনে যে রহস্য আছে,
একটি হলুদ হয়ে যাওয়া আমপাতার
বাতাসে উড়ে যাওয়ার মধ্যে
যে অনিশ্চয়তা আছে—

আমাদের প্রতিদিনের বিশ্বাস ও অবিশ্বাস,
ঘুম এবং ঘুম থেকে জেগে ওঠা
একটি রাত্রির শেষে একটি দিন
এবং সেই দিনটিও শেষ হয়ে যাওয়া
যতটা স্বাভাবিক
ঠিক ততটাই অস্বাভাবিক

এইভাবে
স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের মধ্যে দুলতে দুলতে
ঝরা আমপাতার মতো আমাদের সময়
অনিশ্চয়তার দিকে ভেসে চলে।

আরেকটু কাছে

আপনাদের আরেকটু কাছে আসতে হবে।
যেভাবে ঘাসের শীষে পৌঁছায় বাতাস,
যেভাবে সকালবেলা মল্লিকার টবে
রোদ এসে খেলা করে, যেভাবে বিশ্বাস
ভেঙেচুরে ফিরে আসে মানুষের কাছে.
বারবার ফিরে আসে, জানালায় চাঁদ
সন্ধ্যাবেলা নেমে বলে, 'আছে সেও আছে'
জানি না কোথায় আছে, তবু সে সংবাদ
পৌঁছে যায় ঘরে ঘরে 'আছে সেও আছে,'
আপনাদের কাছাকাছি আপনাদের কাছে।

অপেক্ষা

একদিন সমুদ্র থেকে বাতাস ছুটে আসতো
কলকাতার নোনা বিকেলের অলি-গলিতে,
গৃহস্থেরা যে যার বারান্দায়, উঠোনে দাঁড়িয়ে
নৈঋতবাহিনী সেই অমল বাতাসে ধুয়ে নিতো
সারাদিনের ময়লা শরীর।

বহুকাল সমুদ্রের বাতাস কলকাতায় আসে না
বহুদিন মর্মর সৌধের শিখরে
কৃষ্ণপরী চঞ্চল হয়ে নেচে ওঠে না।

বাতাসেরা কবে দিকবদল করেছে,
বহুদিন আমরা খেয়াল করিনি।

সারাদিনের ময়লা এখন আমাদের শরীরে
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস
আমরা সেই বাতাসের জন্যে অপেক্ষা করি।

আমাদের যৌবন

একদিন কবিতার চরণে চরণে নূপুর বাঁধা হয়েছিলো
কান পেতে না রাখলেও তার ভিতর থেকে
টুং টুং মধুর শব্দ শোনা গিয়েছিল!

আরেক দিন চাঁদে আতর মাখানো হয়েছিলো
জ্যোৎস্নার অপার সৌরভে ভরে গিয়েছিলো
আমাদের বাড়িঘর, তনুমন!

অন্য একদিন বাতাসে রুপোলি তবক লাগানো হয়েছিলো
ঝলমল করে উঠেছিলো আমাদের দিনকাল
আমাদের দক্ষিণের বারান্দা।

অবশেষে একদিন দেয়ালঘড়ির গায়ে দুটো ডানা দেয়া হলো
নীল দিগন্তের সুদূর ওপারে উড়ে গেলো
আমাদের বয়েস,
আমাদের সময়,
আমাদের যৌবন।

শেষ নৌকো

সে আমার শেষ পারানির কড়ি,
আমার সোনালি সূর্যাস্ত।
সে আমার অতলান্ত গোধূলির ভেসে যাওয়া মেঘ
আমার ঘরে ফেরার শেষ খেয়া।

আমার সন্ধ্যাতারা, সে আমার চশমাছাড়া চোখ,
আমার রক্তচাপহীন বয়েস,
আমার শূন্যশর্করা রক্ত।

সে আমার শেষ যৌবনের জয় পতাকা।
চোখের শক্তি আরেকটু কমলো
দাঁতের জোর আরেকটু কমলো,
তাকে আজকাল ভালো করে দেখতে পাই না
অস্তাচলে ছড়িয়ে যায় আমার ভালোবাসা
সূর্যাস্তের শেষ খেয়ানৌকোয়।

এই বা মন্দ কি

সারা জীবন আমি শুধু নিজেকে খুঁজেছি,
সারা জীবন তুমি শুধু নিজেকে খুঁজেছো,
মাঝেমধ্যে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেছে আমাদের

কখনো আমি ভেবেছি
        আমি বোধহয় তোমাকেই খুঁজছিলাম।
কখনো তুমি ভেবেছো
        তুমি বোধহয় আমাকেই খুঁজছিলে।

এই রকম হেঁয়ালি ও ধাঁধা ভরা আমাদের জীবন,
তার বাইরে কিছুটা ছিলো কাজকর্ম
ফসল কাটা, পাতা কুড়োনো, কুঁড়েঘর বাঁধা,
শীতের রাতে ধুনি জ্বালানো, আরো কত কি।
তবু সব কিছুর মধ্যেই কি যেন খুঁজেছিলাম আমরা,
হয়তো আমাদেরই খুঁজেছিলাম,
নদীর জলে আমরা আমাদেরই ছায়া দেখে
নিজেদের চেনার চেষ্টা করেছিলাম।
সারা জীবন চিনতে চিনতে খুঁজতে খুঁজতে
মাঝে মধ্যে এখানে ওখানে দেখা হয়ে গেলো আমাদের,
এই বা মন্দ কি ?

তোমার তুলনা

তুমি ততো অসহায় নও।
যে ভাবে মেঘেরা ভেসে যায়
            পুবের বাতাসে
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে রকম ভাবে
        ভোরের আলোয় ফুল ফোটে ;

মশারির ধূপের গন্ধে মশারা পালায়।
তুমি সেরকম নও।

তোমার তো স্বেচ্ছা আছে,
আছে অভিমান,
তোমার সুযোগ মতো তুমি যাও
এবং সুযোগ মতো কাছে ফিরে আসো

তাই সখী,
মেঘ নয়, ফুল নয়, পতঙ্গও নয়,
তাই সখী,
তুমি শুধু তোমারই তুলনা।

লেফাফা

কিন্তু
আমার এখনো সেই বদ অভ্যাস যায়নি।
জিবের ডগায় দক্ষিণ তর্জনী আলতো ছুঁইয়ে
আমি এখনো ভিজিয়ে নেই খামের শুকিয়ে যাওয়া আঠা,
তারপর বন্ধ লেফাফার মুখে পাঠিয়ে দেই
আমার চুম্বন,
শেষ যৌবনের অসহায় নিঃশব্দ ভালোবাসা।
অথচ
আমার এটাও খুব ভালোভাবে জানা আছে;

হে আমার হিংসুটে প্রেয়সীবৃন্দ,
তোমরা সকলেই খবর রাখো
আমার সমস্ত দুর্বলতার কথা।
এবং
তোমরা যে কেউ দয়া বা ইচ্ছা করলে
আমার সাদা খামের আঠায় বিষ মাখিয়ে রেখে
আমাকে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারো।
কিন্তু
তোমরাও আমাকে মারবে না,
আর আমিও যৌবনের শেষ সায়াহ্ন অবধি
অনন্ত ডাকবাক্সে ফেলে যাবো
বন্ধ লেফাফায় তোমাদের জন্যে
আমার নিঃশব্দ চুম্বনের মালা।

মহাভারত

হাওয়ায় উড়ছে মহাভারতের খোলা পাতা।
আর একটু জোরে হাওয়া উঠলে,
বই থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে
অষ্টাদশ পর্বের যে কোনো পর্ব,
যে কোনো পর্বের যে কোনো পৃষ্ঠা।

এত বড়, এত পুরনো বই
এভাবে খুলে ফেলে রাখা উচিত হয়নি,
বিশেষ করে এই ঝোড়ো হাওয়ায়।

যে লোকটা বইটা পড়ছিলো
তাকে আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।
শুধু তার মোটা কাঁচের পুরনো চশমা পড়ে আছে
মহাভারতের খোলা পাতার ওপরে।
আর একটু জোরে হাওয়া উঠলে…

আর একটু জোরে হাওয়া উঠলে
বই থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে খোলা পাতা।
খোলা পাতার ওপর থেকে ছিটকিয়ে পড়ে যাবে
মোটা কাঁচের পুরনো চশমা,
ছিটকিয়ে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

আর একটু জোরে হাওয়া উঠলে।

যদি সে

কার যেন আসার কথা ছিলো।
কার যেন প্রদীপ জেলে দিয়ে যাওয়ার কথা ছিলো
আমাদের বিজন ঘরের কোণে।
একদিন তাকে প্রায় ধরেও ফেলেছিলাম
সন্ধ্যার আবছায়ায় দরজার ভিতরে ঢুকছিলো।
হয়তো আমি ভুল দেখেছিলাম,
হয়তো সে আমার নিতান্তই কল্পনা,
কিন্তু আজো তেল আর সলতে দিয়ে
ঘরের কোণে প্রদীপ রেখে দিই,
যদি সে আসে
যদি সে প্রদীপ জ্বালায়।

অথচ আমি আজো

তুমি কোনোদিন চেষ্টা করোনি।
বড়ো কঠিন সেই চেষ্টা,
        তুমি কোনোদিন আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করোনি।
অথচ আমি আজো বেঁচে আছি।

একটা দমবন্ধ ভাব, ঝিমঝিম মাথা
সঞ্জয় সেন বলেন, 'এ সব কিছু নয়।'
কপালের বাঁদিকে একটা মাংসের বল
জিবে একটা নীলচে ভাব
জয়ন্ত সেন বলেন, 'ও সব কিছু নয়।'
কিন্তু ডাক্তাররা এমন বলেন, বলে থাকেন।

জীবন ঝড়ের মতো বয়ে যাচ্ছে,
দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে দিন।
তুমি ডাক্তারদের পক্ষে না রোগীদের পক্ষে
আজো জানা হলো না।
অন্নের জন্যে কবি নয় এক বোকা মানুষ,
                এই আমি;
অথচ আমি আজো বেঁচে আছি,
শুধু তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে।

কবি ও কুকুর

প্রতিটি কুকুর ঘুমোনোর আগে
চারদিকে একবার পাক দিয়ে নেয়।
প্রত্যেক কবির উচিত
কবিতা লেখার আগে
চারদিক একবার পাক দিয়ে দেখে নেয়া
আমার এই সুপরামর্শের
খুব খারাপ মানে হতে পারে।
যে সব কুকুরেরা শোয়ার আগে
চারদিকে পাক দিয়ে দেখে নেয় না,
তারা সামনে লেজ নাড়ে
দূর থেকে ঘেউ ঘেউ করে।

সুতরাং,
কবিদের নিজ স্বার্থেই উচিত
কবিতা লেখার আগে
একবার চারদিকে পাক দিয়ে নেয়া।

ভুল ভাঙার রহস্য

ভুল ভাঙার রহস্য আজো ভালো করে
আমার জানা হলো না।
পদ্মপাতার জলের মতো টলমল এই জীবন

সেই পাতার ওপর থেকে কত জল
এদিক থেকে ওদিকে, ওদিকের থেকে নিচে
গড়িয়ে পড়ে গেলো।
কত ভুল ভেঙে গেলো এই জীবনে
কোনোদিন টের পেলাম না,
ভাঙার শব্দ হলো না।
এমন-কি ছলাৎ করে জল ছলকিয়ে যাওয়ার আওয়াজ পেলাম না,
কোথাও কিছু নেই দেখতে দেখতে
এমনি এমনিই ভুল ভেঙে গেলো।

এমনি এমনিই জানতে পারলাম
রথের দিন বৃষ্টি হবেই এমন কোনো কথা নেই।
তবে হয়, সাধারণত তাই হয়।
এমনি এমনিই জানতে পারলাম
আমাদের বড়বাবু তহবিল তছরুপ করে জুয়ো খেলতেন,
সুদামা মাসীমা যৌবনে দুশ্চরিত্রা ছিলেন।

কত রকমের ভুল ছিলো আমার
এই সেদিন পর্যন্ত স্বর্ণচাঁপাকে ভেবেছি কাঞ্চনচাঁপা
দেওঘরে চৌধুরীদের ভাঙা বাড়িতে
পাশাপাশি দুটো গাছ দেখার পরে ভুলটা ভাঙলো।
কিন্তু এসব ভুল না ভাঙলেই বা কি হতো ?
পদ্মপাতার জলের মতো টলমলে এই জীবন
ভুলে ভরা ও ভুল ভাঙার ছোট ছোট রহস্যে ভরা
টলমলে এই জীবন,

কাঞ্চনচাঁপা আর স্বর্ণচাঁপার তারতম্য না জেনেও,
রথের দিনে বৃষ্টি হলে,
রথের দিনে বৃষ্টি না হলেও
বিশেষ কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হতো না।
ভুলে ভরা, ভুল ভাঙার রহস্যে ভরা এই জীবন
যেমন চলে যাচ্ছে,
তেমনই চলে যেতো।

প্রিয়জন

ঢাকা খুব পুরনো শহর।
সেখানে অনেক কবি, কবিতে কবিতে অন্ধকার ঢাকা।
ছোট কবি, বড় কবি, তত বড় নয় কবি
হলেও-বা-হতে পারতো কবি,
আগে-পিছে, ডাইনে-বাঁয়ে সেখানে কেবল
কবি আর কবি।
সেখানে কবি ছাড়া আরো যে দু'চারজন আছে
তাদের মধ্যে আবার অধিকাংশই কবির বন্ধু
কিংবা কবির শ্যালক।

পুরনো ঢাকায় নতুন জায়গা ধানমণ্ডি
ধানমণ্ডিতেও অনেক কবি, কবিতে কবিতে ছয়লাপ।
সেই ধানমণ্ডিতে থাকে কমল কুমকুম

তার নাম শুনে তার জাত ধর্ম, সে পুরুষ না স্ত্রী,
কেউ বুঝতে পারে না।
তাতে কমল কুমকুমের কিছু আসে যায় না।
ঢাকা খুব পুরনো শহর,
সেখানে তাকে চমৎকার মানিয়ে যায়
সে সেখান থেকে বার করে আনে নতুন কাগজ।

শুকনো পাতা

শুকনো পাতা হাওয়ায় উড়তে উড়তে
খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে
লেখার টেবিলের নিচে পায়ের কাছে
ঘুর ঘুর করে ঘোরে
শুকনো পাতা।

তার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই
তার সঙ্গী সাথীরা সব ছড়িয়ে পড়েছে
বাঁয়ে ডাইনে চার পাশে
উঠোনে রাস্তায়
শুধু সে একা
ঢুকে পড়েছে ঘরে।
শুকনো পাতা
ঘরের মধ্যে ঘুর ঘুর করে ঘুরছে
একটু উড়ছে একটু গড়াচ্ছে
তার আর কোথাও যাওয়ার নেই।

ভোর হয়

কিছু অবিশ্বাস চাই, কিছুটা বিশ্বাসও থাকা ভালো ;
দুইয়ে মিলে, মিলে-মিশে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসে মিশে
আরেকটি স্বপ্নের দেশ, ধরা যাক আরেকটি নদী
নদীর তীরের গ্রাম, গাছপালা, শালিক চড়ুই ।
ধরা যাক সেই গ্রামে কয়েকজন মানুষও রয়েছে
তাদের দুঃখ ও প্রেম, প্রতিশ্রুতি, স্বপ্ন ও বিশ্বাস ।

বিশ্বাসে ও অবিশ্বাসে মিশে থাকা নদীর তীরের
আরেকটি স্বপ্নের দেশ, আরেকটি ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম
হয়তো রচনা তার তেমন সহজ নয় তবু ;
তবু যদি বৃষ্টি আসে, মফঃস্বলে খুব ভোরবেলা
অস্পষ্ট জানলার বাইরে আধো তন্দ্রা আধো ঘুমে লীন
কিছুটা বিশ্বাস আর কিছু অবিশ্বাস—
ভোর হয়
নতুন আবাদ ঘিরে পৃথিবীর শেষতম গ্রামে ।

কয়েকটা দিন

কয়েকটা দিন নিজের মতো,
কয়েকটা দিন অন্যের মতো,
কয়েকটা দিন বোকার মতো,
কয়েকটা দিন চালাকের মতো ।

কয়েকটা দিন ইস্কুলের জন্যে,
কয়েকটা দিন অফিসের জন্যে,
কয়েকটা দিন বাড়ির জন্যে,
কয়েকটা দিন বাইরের জন্যে,
কয়েকটা দিন মাধবী ফুলের জন্যে,
কয়েকটা দিন টেস্ট ম্যাচের জন্যে,
কয়েকটা দিন ভালোবাসার জন্যে,
কয়েকটা দিন চোখের জলের জন্যে

এই রকম কয়েকটা-কয়েকটা-কয়েকটা
যোগ দিয়ে দিয়ে কিছুই মেলে না।
তবু দিন যায়।
কয়েকটা দিন দিনের মতো
কয়েকটা দিন অদিনের মতো
দিন চলে যায়।

শিশুকন্যা বর্ষ : তুমি আমার মা

জীবনের প্রথম কান্না কাঁদবার আগে
জীবনের প্রথম হাসি ঠোঁটে ফুটবার আগে
আমি আঁতুড়ঘরে তোমার মুখে স্তন গুঁজে দিয়েছিলাম,
তুমি আমার মা।
অনেক রাতে যখন ছন্নছাড়া হলুদ চাঁদ
অশথগাছের মাথা না পেরোতে পেরে আটকিয়ে গেছে,

শেয়ালেরা চিৎকার করছে ভুশুণ্ডির ভাগাড়ে
আমি তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছিলাম জামবনে,
তুমি আমার মা।
আরেকদিন বৃষ্টির রাতে পাপনগরীর কুকুরেরা
পরস্পরকে কামড়িয়ে খাচ্ছিলো আবর্জনার যুদ্ধে
আমি তোমাকে তাদের মুখে নামিয়ে দিয়ে এসেছিলাম,
তুমি আমার মা।
আমি তোমাকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি, মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেছি
শানবাঁধানো উঠোনে আছাড় দিয়ে মেরেছি
কিন্তু তবু এখনো আমি, এখনো তোমার কোলে
মাথা দিয়ে শুয়ে আছি,
তুমি আমার মা।

যে পায় না

এক ডাকঘর থেকে অন্য এক ডাকঘর আসতে আসতে মাঝপথে
রোদ বৃষ্টি কুয়াশায় লাল ঝোলার ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়,
একেকটা চিঠি, এমনি এমনিই হারিয়ে যায় ম্যাজিকের মতো।

খবরের কাগজের হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশে, পুলিশের থানায়
তাদের কোনো খোঁজ থাকে না।
কেউ জানে না তারা কোথায় কী ভাবে যায়, কী করে।

যার কাছ থেকে চিঠি যার কাছে যাবে
দুজনের কেউই জানতে পারে না কি হলো ?
যে পাঠায়, নিরুত্তর সেও একদিন ভুলে যায়
তার একটা চিঠি সে কাউকে দিয়েছিল।
আর যে পায় না সে তো কখনোই পায় না।

অচেনা

একেক দিন কেমন যেন মনে হয়,
বৃষ্টি-ধোয়া নীল আকাশের তলে
আমাদের এই ভাঙাচোরা পুরনো শহর,
যেন কিছুটা আছে এখানেই
আর কিছুটা কোনোখানে নেই।

এলোমেলো, অবিন্যস্ত
ছেঁড়া ছবির মতো এই শহর
কিছুটা আছে, কিছুটা নেই

এই শহরে এতদিন আছি
তবু একেক সময়
কেমন অচেনা মনে হয়।